এগুলি কেবল কফি উৎপাদন হ্রাসই করেনি, প্রধান কফি বাজারেও প্রভাব ফেলেছে।

* **অসম বৃষ্টিপাত এবং তাপমাত্রাঃ** "কফির প্রধান গুণমান নির্দিষ্ট অঞ্চলে চাষ করা হয় যেখানে জলবায়ু সময়মতো পাকতে দেয়। কিন্তু অসম বৃষ্টিপাত এবং ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রা মটরশুঁটির গুণমানের অবনতি ঘটায়।
* **দক্ষ শ্রমিকের অভাবঃ** ভারতে দক্ষ শ্রমিকের তীব্র ঘাটতি
* **উচ্চ উৎপাদন খরচঃ** ভারতে কফির জন্য উচ্চ উৎপাদন খরচ রয়েছেঃ ক্রমবর্ধমান ওভারহেড, ক্রমবর্ধমান মজুরি, আবাসন এবং বাগান শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসেবার জন্য বাধ্যতামূলক ব্যয় থেকে
* **উৎপাদনের ক্ষতিঃ** গত দশকে ফসলের রোগ, কম আন্তর্জাতিক মূল্য এবং আবহাওয়ার কারণে উৎপাদনের ক্ষতি হয়েছে।

**সরকারি উদ্যোগঃ**

* ভারতে কফি উৎপাদনের অর্থনৈতিক অবদানের গুরুত্বের কারণে, ভারত সরকারের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রক 1942 সালে কফি বোর্ড চালু করে। এই বোর্ডটি মূলত কফি চাষীদের প্রচলিত প্রযুক্তিতে সহায়তা করার জন্য এবং ভারতে কফির গুণমান ও উৎপাদন বাড়ানোর জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।
* ইন্টিগ্রেটেড কফি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট স্কিম (আই. সি. ডি. পি) হল ভারতের ঐতিহ্যবাহী এবং অ-ঐতিহ্যবাহী অঞ্চলে কফির বিকাশকে উৎসাহিত করার জন্য মন্ত্রক দ্বারা চালু করা একটি প্রকল্প।
* আইসিডিপি প্রকল্প, যা Rs.950 কোটি আর্থিক বরাদ্দের সাথে বাস্তবায়িত হয়, নিম্নলিখিত লক্ষ্যগুলি অর্জনের লক্ষ্য রাখেঃ
  + উন্নত ধরনের কফি চাষ করা।
  + কফির গুণমান ও উৎপাদন বৃদ্ধি করা
  + কফি চাষীদের গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষিত করা এবং উন্নত প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত করা
  + কফি চাষীদের উন্নয়নমূলক সহায়তা প্রদান করা
  + জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে দেশীয় জাতের কফির প্রচার করা
  + উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশীয় বাজারকে শক্তিশালী করা

**উদ্ভিজ্জ তেল শিল্প**

উদ্ভিজ্জ তেল প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের সঙ্গে উদ্ভিজ্জ উৎস থেকে তেল ও চর্বি উত্তোলন ও প্রক্রিয়াকরণ জড়িত। উদ্ভিজ্জ তেল এবং চর্বি প্রধানত মানুষের ব্যবহারের জন্য ব্যবহৃত হয় কিন্তু পশুখাদ্য, ঔষধি উদ্দেশ্যে এবং নির্দিষ্ট প্রযুক্তিগত প্রয়োগের জন্য ব্যবহৃত হয়।বিভিন্ন ফল, বীজ এবং বাদাম থেকে তেল এবং চর্বি বের করা হয়।

**বিতরণঃ**

উদ্ভিজ্জ তেল শিল্প ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এবং ইউনিটগুলির আকার স্থানভেদে পৃথক হয়। মহারাষ্ট্রে সর্বাধিক সংখ্যক বনস্পতি ইউনিট রয়েছে, তারপরে রয়েছে গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান এবং পঞ্জাব।

**উদ্ভিজ্জ তেলের প্রাথমিক উৎসঃ**

* নয়টি তৈলবীজ দেশের উদ্ভিজ্জ তেলের প্রাথমিক উৎস, যা প্রায় 2 কোটি 60 লক্ষ হেক্টর জমিতে বৃষ্টিনির্ভর অবস্থায় চাষ করা হয়।
* এর মধ্যে, সয়াবিন (34%) চীনাবাদাম (27%) রেপসিড এবং সরিষা (27%) মোট তৈলবীজ উৎপাদনের 88% এরও বেশি এবং> 80% উদ্ভিজ্জ তেলের সাথে প্রধান অংশ সয়াবিন (35%) (23%) এবং চীনাবাদাম (25%)
* ভারত প্রাথমিক উৎস থেকে প্রায় 7-8 মিলিয়ন টন উদ্ভিজ্জ তেল উৎপাদন করে।

**উদ্ভিজ্জ তেলের গৌণ উৎসঃ** নয়টি তৈলবীজ ছাড়াও, উদ্ভিজ্জ তেল তুলা বীজ, ধানের তুষ, নারকেল, বৃক্ষজাত তৈলবীজ (টিবিও) এবং পাম তেলের মতো গৌণ উৎস থেকেও ব্যবহার করা হচ্ছে। পাম তেল, যা তেলের গৌণ উৎস হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ, প্রাথমিক উৎস হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত কারণ এটি হেক্টর প্রতি সর্বোচ্চ তেল উৎপাদন করে।

**আপনি কি জানেন?**

বর্তমানে পাম তেল বিশ্বের সর্বাধিক ব্যবহৃত উদ্ভিজ্জ তেল। এটি ডিটারজেন্ট, প্লাস্টিক, প্রসাধনী এবং জৈব জ্বালানি উৎপাদনে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

**চ্যালেঞ্জঃ**

* ফসল বিক্রির ক্ষেত্রে যথাযথ নীতির অভাবে কৃষকদের উৎপাদিত টন টন তৈলবীজ নষ্ট হয়ে যায়।
* উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নতুন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পরিকাঠামোর অভাব সরকারের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ।
* রেপসিডের মতো ফসল রয়েছে যা পচনশীল পণ্য এবং ঠান্ডা আবহাওয়ার মতো পরিস্থিতিতে সহজেই ধ্বংস করা যায়।
* রোপণ এবং কলের উন্নয়ন থেকে "গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন"।